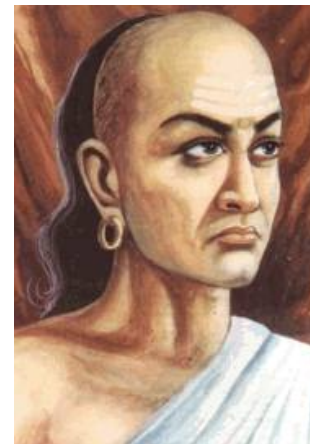


**অর্থশাস্ত্র** চাণক্য রচিত একটি সুপ্রাচীন রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক গ্রন্থ।<sup>[১]</sup> মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে রচিত এই গ্রন্থটি প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও শাসনসংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ইতিহাস।

অর্থশাস্ত্র (সংস্কৃত: अर्थशास्त्रम्, IAST: Arthaśāstram) হল রাষ্ট্রকৌশল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনৈতিক নীতি এবং সামরিক কৌশল সম্পর্কিত একটি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ। কৌটিল্য, যিনি বিষ্ণুগুপ্ত এবং চাণক্য নামেও পরিচিত, ঐতিহ্যগতভাবে পাঠ্যটির লেখক হিসাবে কৃতিত্বপ্রাপ্ত। তিনি তক্ষশীলার একজন পণ্ডিত, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শিক্ষক ও অভিভাবক ছিলেন। কিছু পণ্ডিত তাদের একই ব্যক্তি বলে বিশ্বাস করেন, যদিও কেউ কেউ এই শনাক্তকরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পাঠ্যটি শতাব্দী ধরে বেশ কয়েকজন লেখকের লেখা হতে পারে। রচনাটি প্রসারিত এবং খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতাব্দী এবং খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীর মধ্যে সংশোধিত হয়। অর্থশাস্ত্র ১২ শতক পর্যন্ত প্রভাবশালী ছিল, তারপর এটি হারিয়ে যায়। এটি ১৯০৫ সালে আর. শামাশাস্ত্রী দ্বারা পুনঃআবিষ্কৃত হয়েছিল, যিনি এটি ১৯০৯ সালে প্রকাশ করেছিলেন। এটির প্রথম ইংরেজি অনুবাদ শামাশাস্ত্রী দ্বারা ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।



অর্থশাস্ত্রের লেখক চাণক্য

সংস্কৃত শিরোনাম, "অর্থশাস্ত্র", "রাজনীতি বিজ্ঞান" বা "অর্থনৈতিক বিজ্ঞান" বা সহজভাবে "রাষ্ট্র সৃষ্টি" হিসাবে অনুবাদ করা যেতে পারে, কারণ "অর্থ" (অর্থ) শব্দটির সংস্কৃতে অনেক মানে রয়েছে; কাজের একটি বিস্তৃত পরিসর রয়েছে। এই বইতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সরকার, আইন, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত ব্যবস্থা, নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি, বাজার এবং বাণিজ্য, মন্ত্রীদের কাজ করার পদ্ধতি, কূটনীতি, যুদ্ধের তত্ত্ব, শান্তির প্রকৃতি এবং একজন রাজার কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা। পাঠ্যটি হিন্দু দর্শনকে অন্তর্ভুক্ত করে, কৃষি, খনিজবিদ্যা, খনি ও ধাতু, পশুপালন, ওষুধ, বন এবং বন্যপ্রাণীর প্রাচীন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ দেয়।

অর্থশাস্ত্র সামাজিক কল্যাণের বিষয়গুলি অন্বেষণ করে, সম্মিলিত নৈতিকতা যা একটি সমাজকে একত্রিত করে, রাজাকে উপদেশ দেয় যে দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং প্রকৃতির এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ বা যুদ্ধ দ্বারা বিধ্বস্ত সময়ে এবং অঞ্চলগুলিতে তাকে সেচ তৈরির মতো সরকারী প্রকল্পগুলি শুরু করা উচিত, প্রধান শহরগুলির চারপাশে জলপথ এবং দুর্গ নির্মাণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের উপর কর অব্যাহতি করা উচিত। পাঠ্যটি পরবর্তীকালে অন্যান্য হিন্দু গ্রন্থের উপর প্রভাবশালী ছিল, যেমন রাজা, শাসন এবং আইনী প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিভাগগুলি "মনুস্মৃতি"-তে অন্তর্ভুক্ত।

## পাণ্ডুলিপির ইতিহাস

১৯০৫ সালে একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত পাঠ্যটিকে ঔপনিবেশিক যুগের পণ্ডিতদের দ্বারা হারিয়ে গেছে বলে মনে করা হয়েছিল। সংস্কৃতে অর্থশাস্ত্রের একটি অনুলিপি, তাল পাতায় লেখা, তাম্রোলের একজন তামিল ব্রাহ্মণ বেঞ্জামিন লুইসের নেতৃত্বে নতুন খোলা মাইসোর ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরিতে উপস্থাপন করেছিলেন। ভাত। গ্রন্থটি গ্রন্থাগারিক রুদ্রপত্ত শমশাস্ত্রী অর্থশাস্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। ১৯০৫-১৯০৯ সালে, শামাশাস্ত্রী কিস্তিতে পাঠ্যটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন, ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি এবং মাইসোর রিভিউ জার্নালে।

১৯২৩-১৯২৪ সালের মধ্যে, জুলিয়াস জলি এবং রিচার্ড শ্মিট পাঠ্যটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন, যা ব্যাভারিয়ান স্টেট লাইব্রেরিতে মালয়ালম লিপির পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করে ছিল। ১৯৫০-এর দশকে, গুজরাটের পাটানে একটি জৈন গ্রন্থাগারে অর্থশাস্ত্রের উত্তর ভারতীয় সংস্করণের খণ্ডিত অংশগুলি একটি দেবনাগরী পাণ্ডুলিপির আকারে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করে একটি নতুন সংস্করণ ১৯৫৯ সালে মুনি জিনা বিজয় দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬০ সালে, আর. পি. কাঙ্গলে সমস্ত উপলব্ধ পাণ্ডুলিপিগুলির উপর ভিত্তি করে পাঠ্যটির একটি সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। তখন থেকে পাঠ্যটির অসংখ্য অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব ১ম সহস্রাব্দে সংস্কৃতে লেখা পাঠ্য, যা সংকেতলিপি ভুক্ত, ঘন এবং অনেকগুলি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম, বিশেষ করে যেহেতু ইংরেজি এবং সংস্কৃত ব্যাকরণগত এবং সিনটাক্টিকভাবে খুব আলাদা ভাষা। প্যাট্রিক অলিভেল, যার অনুবাদ ২০১৩ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রেস, বলেছে যে এটি "আমার হাতে নেওয়া সবচেয়ে কঠিন অনুবাদ প্রকল্প।" আধুনিক বৃত্তির এক শতাব্দী পরেও পাঠ্যের অংশগুলি এখনও অস্বচ্ছ।

লেখক এবং লেখার তারিখ অজানা, এবং প্রমাণ রয়েছে যে বেঁচে থাকা পাণ্ডুলিপিগুলি আসল নয় এবং তাদের ইতিহাসে পরিবর্তিত হয়েছে তবে সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে উপলব্ধ আকারে সম্পূর্ণ হয়েছিল। ওলিভেল বলেছেন যে অর্থশাস্ত্রের টিকে থাকা পাণ্ডুলিপিগুলি হল একটি সংক্রমণের ফল যাতে অন্তত তিনটি প্রধান ওভারল্যাপিং বিভাগ বা স্তর জড়িত থাকে, যা একসাথে 15টি বই, 150টি অধ্যায় এবং 180টি বিষয় নিয়ে গঠিত। প্রথম বইয়ের প্রথম অধ্যায়টি একটি প্রাচীন বিষয়বস্তুর সারণী। , যদিও শেষ বইটির শেষ অধ্যায়টি একটি ছোট 73টি পদের উপসংহার যা দাবি করে যে সমস্ত বক্রিটি যুক্তি- সঠিক যুক্তি পদ্ধতির উপাদান- পাঠটি তৈরি করার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল।

গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য কাঠামো হল যে সমস্ত অধ্যায় প্রাথমিকভাবে গদ্য, প্রতিটি অধ্যায়ই তার শেষের দিকে একটি কাব্যিক পদ্য রূপান্তরিত হয়, একটি চিহ্নিতকারী হিসাবে, একটি শৈলী যা অনেক প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় যেখানে পরিবর্তনশীল কাব্যিক মিটার বা লেখার শৈলী একটি সিনট্যাক্স কোড হিসাবে ব্যবহার করা হয় নিঃশব্দে সংকেত দিতে যে অধ্যায় বা বিভাগটি শেষ হচ্ছে। পাঠ্যটির সমস্ত 150টি অধ্যায় একটি কোলোফোন দিয়ে শেষ হয় যেটি বইটির শিরোনাম উল্লেখ করে, সেই বইতে থাকা বিষয়গুলি (একটি সূচকের মতো), বইয়ের মোট শিরোনাম এবং পাঠ্যের বইয়ের সংখ্যা। অবশেষে, অর্থশাস্ত্র পাঠে এটি ধারাবাহিকভাবে 180টি বিষয় রয়েছে এবং একটি নতুন অধ্যায় বা একটি নতুন বই শুরু হলে এটি একটি থেকে পুনরায় শুরু হয় না।

ওলিভেল বলেছেন, যথাক্রমে 15, 150 এবং 180টি বই, অধ্যায় এবং বিষয়গুলিতে বিভক্ত করা সম্ভবত দুর্ঘটনাজনিত ছিল না, কারণ প্রধান হিন্দু গ্রন্থের প্রাচীন লেখকরা মহাকাব্য,যেমন মহাভারতে 18টি পর্বের মতো নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যবহার করেছেন। বৃহত্তম বই দ্বিতীয়টি, 1,285 বাক্য সহ, যেখানে সবচেয়ে ছোটটি 56 বাক্য সহ একাদশ। পুরো বইটিতে রাজনীতি, শাসন, কল্যাণ, অর্থনীতি, প্রধান কর্মকর্তা এবং রাজাকে রক্ষা করা, শত্রু রাষ্ট্র সম্পর্কে বুদ্ধিমত্তা সংগ্রহ, কৌশলগত জোট গঠন এবং যুদ্ধ পরিচালনার বিষয়ে প্রায় 5,300 বাক্য রয়েছে, এর বিষয়বস্তু তালিকায় কেবল শেষ উপসংহার-স্টাইলের বইটি ছাড়া।

## লেখক

টিকে থাকা পাণ্ডুলিপিগুলির কিছু অংশের মধ্যে শৈলীগত পার্থক্য নির্দেশ করে যে এটি সম্ভবত শতাব্দী ধরে বেশ কয়েকটি লেখকের কাজ অন্তর্ভুক্ত করে। কোন সন্দেহ নেই, ওলিভেল বলেছেন যে, অর্থশাস্ত্রে 300 CE বা তার আগে চূড়ান্ত সংশোধনের পর থেকে "সংশোধন, ক্রটি, সংযোজন এবং এমনকি বিয়োগও ঘটেছে"।

পাঠ্যটির লেখকের তিনটি নাম বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে ব্যবহৃত হয়েছে:

### ■ কোটিল্য বা কোটল্য (Kautilya or Kauṭalya)

পাঠ্যটি এর লেখককে "কোটিল্য" বা এর বৈকল্পিক "কোটল্য" নামে চিহ্নিত করে: উভয় বানানই পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখগুলিতে উপস্থিত হয়; এর মধ্যে কোনটি লেখকের নামের আসল বানান তা নিশ্চিত নয়। এই ব্যক্তি সম্ভবত অর্থশাস্ত্রের মূল রচয়িতা ছিলেন: অর্থশাস্ত্রের প্রারম্ভিক শ্লোক দ্বারা প্রস্তাবিত এই পুনরুত্থানটি অবশ্যই পূর্ববর্তী লেখকদের রচনার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল, যা বলে যে এর লেখক একটি নতুন গ্রন্থ রচনা করার জন্য তথাকথিত "অর্থশাস্ত্র" এর সাথে পরামর্শ করেছেন। বিশাখদত্তের মুদ্রারামস কোটিল্যকে কুটিল-মতি ("চাতুর-মনের") হিসাবে উল্লেখ করেছে, যার ফলে "কোটিল্য" শব্দটি কুটিল থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যা "ধূর্ত" এর সংস্কৃত শব্দ। যাইহোক, ব্যাকরণগতভাবে এই জাতীয় উদ্ভব অসম্ভব, এবং বিশাখদত্তের ব্যবহার কেবল একটি স্লেষ। "কোটিল্য" বা "কোটল্য" শব্দটি একটি গোত্রের (বংশ) নাম বলে মনে হয় এবং পরবর্তী সাহিত্য ও শিলালিপিতে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

### ■ বিষ্ণুগুপ্ত

পাঠ্যের শেষে একটি শ্লোক এটির লেখককে "বিষ্ণুগুপ্ত" (বিষ্ণুগুপ্ত) হিসাবে চিহ্নিত করে, এই বলে যে বিষ্ণুগুপ্ত নিজেই পাঠ্য এবং এর ভাষ্য উভয়ই রচনা করেছিলেন, "গ্রন্থগুলিতে ভাষ্যকারদের দ্বারা করা অনেক ক্রটি" লক্ষ্য করার পরে। পি. কাঙ্গলে তত্ত্ব দিয়েছিলেন যে বিষ্ণুগুপ্ত ছিলেন লেখকের ব্যক্তিগত নাম এবং চাণক্য (চাণক্য) তাঁর গোত্রের নাম। অন্যরা, যেমন থমাস বারো এবং প্যাট্রিক ওলিভেল, উল্লেখ করেছেন যে চাণক্যের কথা উল্লেখ করা প্রাচীনতম উৎসগুলির কোনওটিই "বিষ্ণুগুপ্ত" নাম উল্লেখ করেনি। এই পণ্ডিতদের মতে, "বিষ্ণুগুপ্ত" লেখকের ব্যক্তিগত নাম হতে পারে যার গোত্রের নাম ছিল "কোটিল্য": এই ব্যক্তি অবশ্য চাণক্য থেকে আলাদা ছিলেন। ইতিহাসবিদ কে সি ওয়া তত্ত্ব করেন যে বিষ্ণুগুপ্ত পাঠ্যটির চূড়ান্ত পুনর্নবীকরণের সংক্ষিপ্তকারী ছিলেন।

### ■ চাণক্য

অর্থশাস্ত্রের শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে এই গ্রন্থটি সেই ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয়েছিল যিনি নন্দ রাজাদের কাছ থেকে দেশকে উদ্ধার করেছিলেন, যদিও এটি স্পষ্টভাবে এই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে না। মৌর্য প্রধানমন্ত্রী চাণক্য নন্দ রাজবংশের উৎখাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরবর্তীতে বেশ কিছু গ্রন্থে চাণক্যকে কোটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্তের সাথে শনাক্ত করা হয়েছে: প্রাচীনতম উৎসগুলির মধ্যে, মুদ্রারাক্ষসই একমাত্র ব্যক্তি যে তিনটি নাম ব্যবহার করে - কোটিল্য, বিষ্ণুগুপ্ত এবং চাণক্য - একই ব্যক্তিকে বোঝাতে। অন্যান্য প্রাথমিক সূত্রে চাণক্য (যেমন পঞ্চতন্ত্র), বিষ্ণুগুপ্ত (যেমন কামন্দকের নিতিসার), চাণক্য এবং বিষ্ণুগুপ্ত (দণ্ডীনের দশকুমারচরিত), অথবা কোটিল্য (যেমন বানার কাদম্বরী) উভয়ই পুরাণ (বিষ্ণু, মৎস্য) নাম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থে মৌর্য প্রধানমন্ত্রীকে বর্ণনা করার জন্য "কোটিল্য" (অধিক সাধারণ "চাণক্য" এর পরিবর্তে) নাম ব্যবহার করা হয়েছে। আর.পি. কান্জলের মতো পণ্ডিতরা তত্ত্ব দেন যে পাঠ্যটি মৌর্য প্রধান মন্ত্রী চাণক্য দ্বারা রচিত হয়েছিল। অন্যরা, যেমন অলিভেল এবং থমাস ট্রটম্যান, যুক্তি দেন যে এই শ্লোকটি পরবর্তী সংযোজন, এবং চাণক্য এবং কোটিল্যের শনাক্তকরণ তুলনামূলকভাবে পরবর্তী বিকাশ। গুপ্ত আমলে ঘটেছিল। ট্রটম্যান উল্লেখ করেছেন যে চাণক্যের পূর্ববর্তী কোনো সূত্রে তার অর্থশাস্ত্রের লেখকত্বের উল্লেখ নেই। অলিভেল প্রস্তাব করেছেন যে গুপ্তদের মৌর্যদের বৈধ উত্তরসূরি হিসেবে উপস্থাপন করার প্রয়াসে, গুপ্তদের অনুসরণ করা রাজনৈতিক গ্রন্থের লেখককে চিহ্নিত করা হয়েছিল। মৌর্য প্রধানমন্ত্রী।

## কালানুক্রম

অলিভেল বলেছেন যে পাঠ্যের প্রাচীনতম স্তর, "কোটিল্যের উৎস", 150 BCE-50 CE সময়কালের। কাজের বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়, "কোটিল্য রিসেনশন", 50-125 CE সময়কালের তারিখ হতে পারে। অবশেষে, "শাস্ত্রিক রিডাকশন" (অর্থাৎ, আমাদের আজকের মতো পাঠ্য) তারিখটি 175-300 CE।

অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে এবং এর কয়েক ডজন শ্লোক উত্তর-পশ্চিম চীন, আফগানিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাচীন বৌদ্ধ মঠগুলিতে সমাহিত পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের খণ্ডাংশে পাওয়া গেছে। এর মধ্যে রয়েছে চীনের কিজিলের কাছে আবিস্কৃত স্পিটজার পাণ্ডুলিপি (200 CE) এবং বার্ট বার্ক স্ক্রোলগুলি এখন বাজাউর সংগ্রহের একটি অংশ (1ম থেকে 2য় শতাব্দী) 1999 সালে খাইবার পাখতুনখোয়া বৌদ্ধ সাইটের ধ্বংসাবশেষে আবিস্কৃত হয়েছে, রাজ্য হারি ফক এবং ইন্সো স্ট্রুচ।

## ভূগোল

অর্থশাস্ত্রের লেখক গ্রামকূট শব্দটি ব্যবহার করেছেন গ্রাম্য কর্মকর্তা বা প্রধানকে বর্ণনা করার জন্য, যা টমাস বারোর মতে, তিনি বর্তমান গুজরাট এবং উত্তর মহারাষ্ট্রকে ঘিরে থাকা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। অন্যান্য প্রমাণগুলিও এই তত্ত্বকে সমর্থন করে: পাঠ্যটি উল্লেখ করে যে আষাঢ় মাসে (জুন-জুলাই) দুপুরে সূর্যালোকের ছায়া অদৃশ্য হয়ে যায় এবং চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল) এবং অশ্বযুজ মাসে দিন ও রাত সমান হয়। (সেপ্টেম্বর অক্টোবর). পশ্চিমে গুজরাট থেকে পূর্বে বাংলা পর্যন্ত মধ্য ভারতের মধ্য দিয়ে যাওয়া ক্যান্সারের ক্রান্তীয় অঞ্চলে এটি কেবলমাত্র সম্ভব।

পাঠ্যটির লেখক অবস্তী এবং অশমাকার ঐতিহাসিক অঞ্চলগুলির সাথে সর্বাধিক পরিচিত বলে মনে হয়, যার মধ্যে বর্তমান গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি পাঠ্যটিতে এই ঐতিহাসিক অঞ্চলগুলির জন্য সুনির্দিষ্ট বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যান প্রদান করেন। এছাড়াও, তিনি সমুদ্র-বাণিজ্যের সাথে পরিচিতি দেখান, যা গুজরাট-মহারাষ্ট্র অঞ্চলে সোপারার মতো প্রাচীন সমুদ্র বন্দরগুলির অস্তিত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত, গোত্র নাম। কোটিল্য গোত্র এখনও মহারাষ্ট্রে পাওয়া যায়।

## শিরোনামের অনুবাদ

বিভিন্ন পণ্ডিত "অর্থশাস্ত্র" শব্দটিকে বিভিন্নভাবে অনুবাদ করেছেন:

- আর.পি. কান্জলে: "Artha is the sustenance or livelihood of men, and Arthaśāstra is the science of the means to Artha". "science of politics";
- এ.এল. বাশাম: a "treatise on polity"
- ডি.ডি. কোসাম্বি: "science of material gain"
- জি.পি. সিং: "science of polity"
- রজার বোয়েশে: "science of political economy"
- প্যাট্রিক অলিভেল: "science of politics"

অর্থ (সমৃদ্ধি, সম্পদ, উদ্দেশ্য, অর্থ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা) হল হিন্দুধর্মে মানব জীবনের চারটি লক্ষ্যের মধ্যে একটি (পুরুষার্থ), অন্যটি হল ধর্ম (আইন, কর্তব্য, অধিকার, গুণাবলী, জীবনযাপনের সঠিক উপায়), কাম (আনন্দ), আবেগ, যৌনতা) এবং মোক্ষ (আধ্যাত্মিক মুক্তি)। Śāstra হল "নিয়ম" বা "বিজ্ঞান" এর সংস্কৃত শব্দ।

## সংগঠন

অর্থশাস্ত্র 15টি বইয়ের শিরোনাম, 150টি অধ্যায় এবং 180টি বিষয়ে বিভক্ত, নিম্নরূপ:

1. রাজা --> King
2. যুবরাজ --> Prince
3. সেনাপতি --> Chief, armed forces
4. পরিষদ --> Council
5. নাগরিকা --> Town manager
6. পৌরব্য বাহারিকা --> City overseer
7. মন্ত্রী --> Minister
8. কর্মিকা --> Works officer
9. সমনিধাত্র --> Treasurer
10. কর্মস্তিকা --> Director, factories
11. অন্তপাল --> Frontier commander
12. অন্তর বিমসক --> Head, guards
13. দৌভারিকা --> Chief guard
14. গোপা --> Revenue officer
15. পুরোহিত --> Chaplain
16. করণিকা --> Accounts officer
17. প্রসাস্ত্র --> Administrator
18. নায়ক --> Commander
19. উপযুক্ত --> Junior officer
20. প্রদেশত্রী --> Magistrate
21. সূর্যপাল --> Regent
22. অধ্যক্ষ --> Superintendent

1. প্রশিক্ষণের বিষয়ে, 21টি অধ্যায়, বিষয় 1-18
2. অধ্যক্ষদের কার্যকলাপের উপর, 36 অধ্যায়, বিষয় 19-56 (সবচেয়ে বড় বই)
3. বিচারপতিদের উপর, 20টি অধ্যায়, বিষয় 57-75
4. কাঁটা নির্মূল, 13 অধ্যায়, বিষয় 76-88
5. গোপন আচরণের উপর, 6 টি অধ্যায়, বিষয় 89-95
6. রক্তের ভিত্তি, 2 অধ্যায়, বিষয় 96-97
7. ষষ্ঠভাঁজ কৌশলের উপর, 18টি অধ্যায়, বিষয় 98-126
8. বিপর্যয়ের বিষয়ে, 5টি অধ্যায়, বিষয় 127-134

9. যুদ্ধে মার্চের প্রস্তুতি নিচ্ছেন একজন রাজার কার্যকলাপ, 7 অধ্যায়, বিষয় 135-146

10. যুদ্ধের উপর, 6 অধ্যায়, টপিক 147-159

11. সম্ভ্রমের প্রতি আচরণ, 1 অধ্যায়, বিষয় 160-161

12. দুর্বল রাজার উপর, 5টি অধ্যায়, বিষয় 162-170

13. একটি দুর্গ দখলের উপায়, 5 অধ্যায়, বিষয় 171-176

14. অনুষ্টিগিক অনুশীলন, 4 অধ্যায়, বিষয় 177-179

15. একটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সংগঠন, 1 অধ্যায়, বিষয় 180

## বিষয়বস্তু

**আইন, অর্থনীতি ও সরকারের প্রয়োজন** প্রাচীন সংস্কৃত পাঠ্যটি খোলা হয়, বই 1 এর অধ্যায় 2 (প্রথম অধ্যায়টি বিষয়বস্তুর সারণী), স্বীকার করে যে সঠিক এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্বের সাথে অনেকগুলি বিদ্যমান বিদ্যালয় রয়েছে এবং দাবি করে যে তারা সবাই একমত। সরকারী বিজ্ঞান সেই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি। এটি উদাহরণ হিসাবে বৃহস্পতি স্কুল, উসানাস স্কুল, মনুর স্কুল এবং নিজেই কোটিল্যের স্কুল হিসাবে তালিকাভুক্ত করে।

উসানাস স্কুল দাবি করে, পাঠ্যটি বলে যে, শুধুমাত্র একটি প্রয়োজনীয় জ্ঞান রয়েছে, সরকারের বিজ্ঞান কারণ এটি ছাড়া অন্য কোনও বিজ্ঞান শুরু বা বেঁচে থাকতে পারে না। বৃহস্পতির বিদ্যালয় দাবি করে, অর্থশাস্ত্র অনুসারে, এখানে মাত্র দুটি ক্ষেত্র রয়েছে। জ্ঞান, সরকারের বিজ্ঞান এবং অর্থনীতির বিজ্ঞান (কৃষি, গবাদিপশু ও বাণিজ্যের বার্তা টীকা 1) কারণ অন্যান্য সমস্ত বিজ্ঞানই বুদ্ধিবৃত্তিক এবং মানুষের সাময়িক জীবনের ফুল। জ্ঞানের তিনটি ক্ষেত্র রয়েছে, বেদ, সরকার বিজ্ঞান এবং অর্থনীতির বিজ্ঞান (কৃষি, গবাদি পশু এবং বাণিজ্যের বার্তা) কারণ এই তিনটি একে অপরকে সমর্থন করে এবং অন্যান্য সমস্ত বিজ্ঞান বেদের বিশেষ শাখা।

অর্থশাস্ত্র তখন তার নিজস্ব তত্ত্ব পোষণ করে যে জ্ঞানের চারটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র রয়েছে, বেদ, অর্থশাস্ত্র (যুক্তির বিজ্ঞান), [টীকা 2] সরকার বিজ্ঞান এবং অর্থনীতির বিজ্ঞান (কৃষি, গবাদি পশু এবং বাণিজ্যের বার্তা)। এই চারটি থেকেই অন্যান্য সমস্ত জ্ঞান, সম্পদ এবং মানবিক সমৃদ্ধি উদ্ভূত হয়। তারপরে কোটিল্য গ্রন্থে দাবি করা হয়েছে যে এটি বেদই আলোচনা করে যে ধর্ম কী (সঠিক, নৈতিক, নৈতিক) এবং অধর্ম কী (ভুল, অনৈতিক, অনৈতিক)। , এটি ভার্সা যা ব্যাখ্যা করে যে কী সম্পদ সৃষ্টি করে এবং কী সম্পদকে ধ্বংস করে, এটি সরকারের বিজ্ঞান যা আলোকিত করে যা ন্যায় (ন্যায়, সমীচীন, যথাযথ) এবং অন্যায় (অন্যায়, অপ্রয়োজনীয়, অনুপযুক্ত) এবং এটি হল অর্থশাস্ত্র (দর্শন) )এটি এই বিজ্ঞানের আলো, সেইসাথে সমস্ত জ্ঞানের উৎস, গুণের পথপ্রদর্শক এবং সমস্ত ধরণের কাজের উপায়। তিনি সাধারণভাবে সরকার সম্পর্কে বলেছেন:

সরকার ছাড়া, মৎস্য ন্যায়মুদ ভবয়তি (মাছের আইনের প্রবাদ) মতো বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শাসনের অভাবে শক্তিশালীরা দুর্বলকে গ্রাস করবে। শাসনের উপস্থিতিতে, দুর্বলরা শক্তিশালীকে প্রতিহত করে।

## রাজা (King)

শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন রাজা-ঋষি, ঋষি রাজা।

রাজা-ঋষির আত্ম-নিয়ন্ত্রণ আছে এবং ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনে পড়েন না, তিনি ক্রমাগত শিখেন এবং নিজের চিন্তাভাবনা গড়ে তোলেন, তিনি মিথ্যা ও তোষামোদকারী উপদেষ্টাদের এড়িয়ে চলেন এবং এর পরিবর্তে সত্য ও নিপুণ প্রবীণদের সাথে মেলামেশা করেন, তিনি সত্যিকার অর্থে নিরাপত্তার প্রচার করেন। তার প্রজাদের কল্যাণ, তিনি তার প্রজাদের সমৃদ্ধ ও ক্ষমতায়ন করেন, তিনি একটি সাধারণ জীবনযাপন করেন এবং ক্ষতিকারক লোক বা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলেন, তিনি অন্যের স্বর্গ থেকে দূরে থাকেন না বা অন্যের সম্পত্তির জন্য লালসা করেন না। একজন রাজার সবচেয়ে বড় শত্রু অন্যরা নয়, তবে তারা কি হয়: লালসা, ক্রোধ, লোভ, অহংকার, অহংকার এবং মূর্খতা। একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা তার জনগণের আনুগত্য অর্জন করে কারণ সে রাজা নয়, বরং সে ন্যায়পরায়ণ।

## সরকারী কর্মকর্তা, উপদেষ্টা এবং চেক

পাঠ্যের বই 1 এবং বই 2 এ আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে মুকুটধারী যুবরাজকে প্রশিক্ষিত করা উচিত এবং কিভাবে রাজার নিজেই শিক্ষা চালিয়ে যাওয়া উচিত, তার প্রধান মন্ত্রী (মন্ত্রী), কর্মকর্তা, প্রশাসন, আদালতের কর্মচারী, প্রদেশন্ত্রী এবং বিচারকদের নির্বাচন করা।

অর্থশাস্ত্রের বিষয় 2 বা বই 1 এর অধ্যায় 5, রাজার ক্রমাগত প্রশিক্ষণ এবং বিকাশের জন্য নিবেদিত, যেখানে পাঠ্যটি পরামর্শ দেয় যে তিনি বিভিন্ন বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রবীণদের পরামর্শ বজায় রাখতে পারেন, যাদের কৃতিত্ব তিনি জানেন এবং সম্মান করেন। পাঠ্যের বিষয় 4 মন্ত্রী এবং প্রধান কর্মকর্তাদের নির্বাচন করার প্রক্রিয়া বর্ণনা করে, যা এটি বলে যে তাদের সততা এবং ক্ষমতা সম্পর্কে রাজার ব্যক্তিগত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। কোটিল্য প্রথম সরকারী কর্মকর্তাদের কীভাবে নির্বাচন করা উচিত সে সম্পর্কে বর্তমান পণ্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত তালিকাভুক্ত করেছেন। ভরদ্বাজ সততা এবং জ্ঞানকে নির্বাচনের জন্য পদাধিকার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কোণপদন্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বংশগতি সমর্থন করা উচিত, বিশালাম্বা পরামর্শ দিয়েছেন যে রাজাকে নিয়োগ করা উচিত যাদের দুর্বলতা তিনি কাজে লাগাতে পারেন, পরাশর দুর্বল লোকদের নিয়োগের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন কারণ তারা তাকে শোষণ করার জন্য রাজার দুর্বলতা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। পরিবর্তে, এবং অন্য একজন যিনি জোর দেন যে অভিজ্ঞতা এবং তাত্ত্বিক যোগ্যতা প্রাথমিক নির্বাচন নয় মানদণ্ড।

কোটিল্য, কর্মকর্তাদের কীভাবে নির্বাচন করতে হয় সে সম্পর্কে বিরোধপূর্ণ মতামত বর্ণনা করার পরে, জোর দেন যে একজন রাজাকে তার অমাত্য (মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের) তাদের অতীতের কাজ, চরিত্র এবং তাদের মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে নির্বাচন করা উচিত। ভূমিকা সহ। অমাত্য, অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে, অমাত্য-সম্পাতকে অনুসরণকারী ব্যক্তিদের অবশ্যই হতে হবে: ভাল প্রশিক্ষিত, দূরদর্শিতা সহ, শক্তিশালী স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, সাহসী, ভাল কথা বলা, উত্সাহী, তাদের দক্ষতার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব, তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞানে শেখা, শুদ্ধ চরিত্র, সুস্বাস্থ্যের, সদয় ও পরোপকারী, বিলম্বমুক্ত, চঞ্চলতা মুক্ত, ঘৃণা মুক্ত, শত্রুতা মুক্ত, ক্রোধমুক্ত এবং ধর্মে নিবেদিত। যাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলির একটি বা কয়েকটির অভাব রয়েছে তাদের অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত। প্রশাসনের মধ্য বা নিম্ন পদের জন্য, আরও সিনিয়র কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে কাজ করা। পাঠ্যটি বিভিন্ন অমাত্য-সম্পাতের জন্য স্ক্রীন করার পরীক্ষাগুলি বর্ণনা করে।

অর্থশাস্ত্র, বিষয় 6-এ, রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সততা এবং সততার অভাবের গোপনে চেক এবং ক্রমাগত পরিমাপ বর্ণনা করে। যে সমস্ত কর্মকর্তাদের সততার অভাব রয়েছে তাদের অবশ্যই গ্রেপ্তার করা উচিত। যারা অধার্মিক, তাদের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে কাজ করা উচিত নয়। যাদের আর্থিক বিষয়ে সততার অভাব রয়েছে বা অর্থের লোভে পড়ে তাদের অবশ্যই রাজস্ব সংগ্রহ বা কোষাগারে থাকা উচিত নয়, পাঠ্যটিতে বলা হয়েছে, এবং যাদের যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সততার অভাব রয়েছে তাদের বিহার পরিষেবায় (আনন্দের ক্ষেত্র) নিয়োগ করা উচিত নয়। সর্বোচ্চ স্তরের মন্ত্রীদের অবশ্যই পরীক্ষা করা হয়েছে এবং সফলভাবে সমস্ত পরিস্থিতিতে এবং সমস্ত ধরণের লোভনীয়তায় সততা প্রদর্শন করেছে।

বই 1 এর অধ্যায় 9 পরামর্শ দেয় যে রাজা তার ব্যক্তিগত পরামর্শের জন্য একটি কাউন্সিল এবং একজন পুরোহিত (ধর্মচারী, আধ্যাত্মিক গাইড) বজায় রাখেন। পুরোহিত, পাঠ্য দাবি করেন, অবশ্যই এমন একজন হতে হবে যিনি বেদ এবং এর ছয়টি অঙ্গে সুশিক্ষিত।

### মানুষের মধ্যে দারিদ্র্য, প্রেরণার অভাব এবং অসন্তোষের কারণ

অর্থশাস্ত্র, বিষয় 109, বই 7-এ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ, অনুপ্রেরণার অভাব এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা বৃদ্ধির কারণগুলি তালিকাভুক্ত করে। এটি এই বলে যে যেখানেই "ভাল লোককে বাদ দেওয়া হয়, এবং মন্দ লোকদের আলিঙ্গন করা হয়" সেখানেই দুঃখ বাড়বে।

যেখানেই কর্মকর্তা বা লোকেরা কাজ বা কথায় অভূতপূর্ব সহিংসতার সূচনা করে, যেখানেই অধার্মিক সহিংসতা হয়, সেখানে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। রাজা যখন ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেন, অর্থাৎ "যা করা উচিত নয় তা করে না, যা করা উচিত নয়, যা দেওয়া উচিত তা দেয় না, এবং যা দেওয়া উচিত নয় তা দেয়", রাজা লোকদের উদ্বিগ্ন করে এবং তাকে অপছন্দ করে।

যে কোনো জায়গায়, অর্থশাস্ত্র 7.5.22 শ্লোকে বলা হয়েছে, যেখানে মানুষকে জরিমানা বা শাস্তি দেওয়া হয় বা হয়রানি করা হয় যখন তাদের হয়রানি করা উচিত নয়, যেখানে তাদের শাস্তি দেওয়া উচিত তাদের শাস্তি দেওয়া হয় না, যেখানে সেই ব্যক্তিদের ধরা হয় যখন তাদের হওয়া উচিত নয়, যেখানে যারা রাজা এবং তার কর্মচারীরা যখন তাদের উচিত ছিল তখন তাদের ধরা হয় না। কর্মকর্তারা যখন ডাকাতদের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদানের পরিবর্তে চুরিতে লিপ্ত হয়, তখন জনগণ দরিদ্র হয়, তারা সম্মান হারায় এবং অসন্তুষ্ট হয়।

একটি রাষ্ট্র, শ্লোক 7.5.24 - 7.5.25-এ অর্থশাস্ত্র পাঠের দাবি করে, যেখানে সাহসী কার্যকলাপের অবমাননা করা হয়, কৃতিত্বের মান অবমাননা করা হয়, অগ্রগামীদের ক্ষতি করা হয়, সম্মানিত ব্যক্তিদের অসম্মান করা হয়, যেখানে যোগ্য ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করা হয় না বরং পক্ষপাত এবং মিথ্যা হয়, সেখানেই মানুষের অনুপ্রেরণার অভাব হয়, ব্যথিত হয়, বিচলিত হয় এবং অবিশ্বস্ত হয়।

7.5.33 শ্লোকে, প্রাচীন পাঠ্যটি মন্তব্য করে যে খাদ্য এবং বেঁচে থাকার অর্থ সম্পর্কিত সাধারণ দারিদ্র্যতা সবকিছুকে ধ্বংস করে দেয়, অন্যদিকে অন্যান্য ধরণের দারিদ্র্যকে শস্য এবং অর্থ অনুদান দিয়ে সমাধান করা যেতে পারে।

### দেওয়ানি, ফৌজদারি আইন এবং আদালত ব্যবস্থা

ট্রাউটম্যানের মতে অর্থশাস্ত্রের বই 3, নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারী, অংশীদারিত্ব, বিক্রেতা এবং ক্রেতাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্পর্কিত বিভাগগুলি সহ দেওয়ানি আইনের প্রতি নিবেদিত। বই 4 ফৌজদারি আইনের উপর একটি গ্রন্থ, যেখানে রাজা বা কর্মকর্তারা তার উপর কাজ করে। পক্ষ থেকে, উদ্যোগ নিন এবং অপরাধমূলক কাজের বিরুদ্ধে বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু করুন, কারণ অপরাধটি রাষ্ট্রের

জনগণের বিরুদ্ধে একটি অন্যায় বলে মনে করা হয়। অন্যান্য ঐতিহাসিক আইনী ব্যবস্থা, কারণ ইউরোপীয় (এবং অর্থশাস্ত্র) ব্যবস্থায় এটি রাষ্ট্র যা ফৌজদারি আইনের আওতায় পড়ে এমন ক্ষেত্রে বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু করে, যখন পরবর্তী ব্যবস্থায় সংস্কৃতি পক্ষ হত্যা, ধর্ষণ, শারীরিকভাবে মামলায় দাবি শুরু করে। অন্যদের মধ্যে আঘাত।

প্রাচীন পাঠে বলা হয়েছে যে আদালতে ফৌজদারি মামলা পরিচালনার জন্য তিনজন প্রদেশের (প্রদেশত্রী) একটি প্যানেল রয়েছে এবং এই প্যানেলটি হিন্দু রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট করা দেওয়ানী আদালত ব্যবস্থার বিচারকদের প্যানেল থেকে আলাদা, পৃথক এবং স্বাধীন। ন্যায় শাস্তি এমন একটি যা বই 1 এর অধ্যায় 4 থেকে শুরু করে অনেকগুলি বিভাগে অপরাধের অনুপাতে, এবং বারবার শাস্তি নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে এই নীতিটি ব্যবহার করে, উদাহরণস্বরূপ টপিক 79, এটি বই 4 এর অধ্যায় 2। অর্থনৈতিক অপরাধ যেমন অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে, ব্যবসায়ী বা কারিগরদের একটি গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের জন্য পৃথকভাবে তাদের চেয়ে অনেক বড় এবং শাস্তিমূলক যৌথ জরিমানা করা হবে, কারণ ষড়যন্ত্র জনগণের মঙ্গলের জন্য পদ্ধতিগত ক্ষতি করে।

## তথ্যসূত্র

1. Mabbett, I. W. (এপ্রিল ১৯৬৪)। "The Date of the Arthaśāstra"। *Journal of the American Oriental Society*। *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 84, No. 2। **84** (2): 162–169। আইএসএসএন 0003-0279 (<http://www.worldcat.org/issn/0003-0279>)। জেস্টোর 597102 (<https://www.jstor.org/stable/597102>)। ডিওআই:10.2307/597102 (<https://doi.org/10.2307/597102>)।  
*Trautmann, Thomas R.* (১৯৭১)। *Kauṭilya and the Arthaśāstra: A Statistical Investigation of the Authorship and Evolution of the Text*। Leiden: E.J. Brill। পৃষ্ঠা 10। "while in his character as author of an *arthaśāstra* he is generally referred to by his *gotra* name, *Kauṭilya*."

- ইতিহাস অভিধান (ভারত), যোগনাথ মুখোপাধ্যায়, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০০

<sup>[</sup>[https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=অর্থশাস্ত্র\\_\(গ্রন্থ\)&oldid=6050750](https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=অর্থশাস্ত্র_(গ্রন্থ)&oldid=6050750)<sup>]</sup> থেকে আনীত